মানিকচক পঞ্চায়েতে চুরি কাণ্ড নিয়ে চাপানউতোর

মানিকচক, ২৪ নভেম্বর : মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের টেন্ডার সংক্রান্ত নথি চুরি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠী এই চুরি কাণ্ড নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করেছে। চুরি কাণ্ডে আবার নাম জড়িয়েছে মানিকচকের বিতর্কিত তৃণমূল নেতা আবদুল আলিমের। তবে তাঁর দাবি, নিজের দুর্নীতি ঢাকতেই প্রধান প্রয়োজনীয় নথি চুরির নাটক করছেন। মানিকচক থানায় ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্প্রতি মানিকচক পঞ্চায়েতে উন্নয়ন প্রকল্পে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার টেন্ডার করা হয়। এই টেন্ডারকে অবৈধ বলে দাবি করেন প্রধান গোষ্ঠীর বিরোধী নয়জন পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁরা দাবি করেন, উপপ্রধান সহ পাঁচজন সঞ্চালককে অন্ধকারে রেখে এই টেন্ডার করা হয়েছে। কোনওরকম রেজোলিউশন ছাড়াই টেন্ডার বিধি না মেনে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার অবৈধ টেন্ডার করেছেন প্রধান। শুধুমাত্র মোটা অঙ্কের কাটমানির উদ্দেশ্যে ভুয়ো নথি দাখিল করে এই টেন্ডার করা হয়েছে। এই মর্মে মানিকচক ব্লক ও মালদা জেলা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ দায়েরও করেছেন তাঁরা। এমনকি একই মর্মে অভিযোগ জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে প্রশাসন।

কিন্তু সোমবার রাতে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে টেন্ডারের সমস্ত নথি চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রধান বিউটি মণ্ডল বলেন,'আমাদের বিরোধী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে নথিগুলি চুরি হয়েছে। আমাদের বিরোধী গোষ্ঠীর মদতদাতা আবদুল আলিমের ষড়যন্ত্রে আলমারির নকল চাবি তৈরি করে টেন্ডারের প্রয়োজনীয় নথিগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

মানিকচক তৃণমূলের চেয়ারম্যান সানোয়ার পারভেজ জানান,' আমরা চাই সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ হোক। টেন্ডারের প্রয়োজনীয় নথিপত্র যে চুরি করা হয়েছে তার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আমাদের সন্দেহ, চুরির আগে পঞ্চায়েত অফিসের পেছনে মদের আসর বসিয়েছিল চোরের দল। এই চুরি কাণ্ড পুরোপুরি আবদুল আলিমের ষড়যন্ত্রেই হয়েছে।'

তবে অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল নেতা তথা আইনজীবী আবদুল আলিম। তিনি বলেন,' সবটাই নাটক। ভুয়ো নথিপত্র দায়ের করে অবৈধ টেন্ডার করেছিলেন প্রধান ও তাঁর লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের স্বার্থে প্রধান কোনওরকম বৈধ নথি দেখাতে পারবেন না বলে চুরির গল্প বানাচ্ছেন। পঞ্চায়েতের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করলেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

বাম সংগঠনের শ্রমিকদের তৃণমূলে প্রবেশ

মালদা, ২৪ নভেম্বর : বাম শ্রমিক ইউনিয়ন সারা বাংলা সেচ কর্মচারি ইউনিয়নে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। বুধবার দুপুরে জেলা সেচ দপ্তরের রিক্রিয়েশন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাম সংগঠনের ১৪৫ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বিভাগীয় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বকসি। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের চেয়ারপার্সন সুমালা আগারওয়ালা, বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল প্রমুখ। বাম সংগঠন ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সেচ কর্মচারি চিরঞ্জীব মিশ্র জানান,'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৪৫ জন সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। আমাদের মতো কর্মচারিরা তাঁদের একশো শতাংশ দিলে সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হবে।'

ইতিহাস নিয়ে আলোচনা

তপন, ২৪ নভেম্বর : তপনদিঘি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঐতিহ্য নিয়ে ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হেরিটেজ সোসাইটি। বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদযাপন এই আলোচনা সভাটি হয়। গঙ্গারামপুরের বাণগড় সহ জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন। তার মধ্যে অন্যতম তপনদিঘি। এদিনের অনুষ্ঠানে হেরিটেজ সোসাইটির কর্মকর্তারা জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির গুরত্ব তুলে ধরেন। তপনদিঘির ঐতিহ্যও তুলে ধরা হয়েছে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী বিপ্লব বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক দীপককুমার মণ্ডল। সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা হেরিটেজ সোসাইটির এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ প্রামাণিক।

তুলসীহাটায় চলছে কৃষকদের বিক্ষোভ। ছবিটি তুলেছেন সৌরভকুমার মিশ্র।

ফড়েদের কবজায় কিষান মান্ডি

তুলসীহাটায় কৃষি আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ নভেম্বর : ডিসেম্বর থেকে চাষিদের কাছ থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হবে। তার আগে চলছে কুপন বিলি। এই কুপন বিলির লাইনে ফড়ে এবং দালালরা বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের উদ্দেশ্য, কুপন হাতানো। এর জেরে প্রকৃত কৃষকরা সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এনিয়ে বুধবার তুলসীহাটার বীরেন্দ্রকুমার উপবাজার চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় কৃষকরা। ভোর তিনটে থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও ফড়েদের দৌরাত্ম্যে তাঁরা কুপন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে এদিন প্রায় ৫০০ জন চাষি তুলসীহাটা কিষান মান্ডিতে কৃষি আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। যদিও পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সরকারি নির্দেশে তুলসীহাটা কিষান মান্ডিতে সরকারি মূল্যে ধান ক্রয়ের জন্য এদিন থেকে অগ্রিম কুপন বিলি শুরু হয়েছে। সেই কুপন পেতে ভোর তিনটে থেকে লাইনে দাঁড়ান চাষিরা। তাঁদের অভিযোগ, ফড়েরা বেশ কিছু মানুষকে ভুয়ো কৃষক সাজিয়ে কুপন নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এতে প্রকৃত চাষিরা ধান বিক্রি করতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এবছর সরকারিভাবে ধানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা। ভাড়া হিসাবে চাষিদের কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। চাষি প্রতি ৪৫ কুইন্টাল করে ধান নেওয়ার নির্দেশ থাকলেও জেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা ২৫ কুইন্টাল করে ধান কিনবেন বলে জানান কৃষি আধিকারিক দীপংকর শিকদার। তিনি বলেন, 'এবছর প্রত্যেক কৃষককে লাইনে দাঁড় করিয়ে আমরা কুপন দিচ্ছি। এসব কুপন মিলিয়ে আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে ধান কেনা শুরু হবে। এদিন প্রথমদিকে কুপন বিলি নিয়ে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। পরে পুলিশ এলাকার কৃষকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পুলিশি নজরদারিতেই কুপন বিলি করা হচ্ছে।'

তুলসীহাটা অঞ্চলের পারো এলাকার কৃষক মহম্মদ হাসান জানান, 'আমি সকাল থেকে লাইন দিয়েছি। কিন্তু এখনও কুপন পাইনি। দেখছি, যারা আদৌ কৃষক নয় তারা এসে লাইনে ভিড় বাড়াচ্ছে। এরা সব ফড়েদের লোক। ফড়েদের অত্যাচারে প্রকৃত কৃষকরা সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

হরিশ্চন্দ্রপুরের কৃষক পিনাকীচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'ভোর তিনটে থেকে লাইন দিয়েছি। কিন্তু এখনও কুপন পাইনি। জানি না আজ কপালে কুপন জুটবে কিনা।' আরেক কৃষক নুর আকতার জানান, 'শুনছি, স্থানীয় কিছু ফড়ে আর দালালগণ ধান বিক্রির কেন্দ্রে এসে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করছে। এরা ভিতরে ভিতরে তালিকা তৈরি করে নিজেদের মধ্যেই কুপন বিলি করার একটা চক্রান্ত করেছে। আমরা চাই, প্রশাসন কঠোর হাতে এই বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করুক।'

রমেশ কিসকুর বদলির প্রতিবাদে তিরধনুক নিয়ে বিক্ষোভ। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

স্বাস্থ্যকর্তার বদলির প্রতিবাদে আন্দোলনে আদিবাসীরা

বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বর : আদিবাসী স্বাস্থ্যকর্তা রমেশ কিস্কুর সমর্থনে পথে নামল আদিবাসী সংগঠন ভারত যাকাত মাঝি পরগনা মহল। বুধবার বিকেলে সংগঠনের সদস্যরা সশস্ত্র মিছিল করে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন ডেপুটেশন দিয়ে বেরিয়েও আদিবাসী সংগঠনের নেতারা রমেশবাবুর বদলি আটকানো সহ অন্য দাবিতে অনড় থাকেন। তবে শুধু আদিবাসী সংগঠন নয়, ইতিমধ্যে চিকিৎসকদের সংগঠন, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামও রমেশবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত, জেলার নার্সিংহোমগুলি থেকে পয়সা তোলা, ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ীদের মদত দেওয়া ও অবৈধভাবে চলা ল্যাবগুলি নিয়ে প্রতিবাদ জানাতেই এক বছরের মধ্যে তাঁকে বদলি করা হচ্ছে বলে জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সিএমওএইচ-২ রমেশ কিস্কু। তিনি তাঁর বদলির পিছনে সরাসরি সিএমওএইচ সুকুমার দের হাত থাকার অভিযোগ করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক অধিকর্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সিএমওএইচ অফিসের একদল কর্মীর বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা ও জাতপাত তুলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ লিখিতভাবে বালুরঘাট থানায় জানিয়েছেন। বুধবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের তরফে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি অরুণকুমার হাঁসদা জানান, 'রমেশবাবুকে কেন এক বছর না হতেই বদলি হতে হবে? তাঁর যদি ভুল থাকে, তাহলে তাঁকে শোকজ করা যেতে পারত। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু সেসব না করে আচমকা বদলি আমরা মেনে নেব না। এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছি।'

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকুমার দে জানান, 'আদিবাসী সংগঠনের নেতারা আমার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে হার্দিক আলোচনা হয়েছে। আমি তাঁদের ডেপুটেশন কপি মেল করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দামোদর মাসে ছাপ্পান্ন ভোগ

সামসী, ২৪ নভেম্বর : সামসীতে মহাপ্রভুর ছাপ্পান্ন ভোগের মাধ্যমে শেষ হল দামোদর মাস উদযাপন। রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সারা কার্তিক মাসজুড়ে প্রভাতকালীন ভ্রমণ-কীর্তন চলে। বুধবার তিন দিনের প্রবচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করল অমরসিংহী গ্রামের বাসিন্দারা। সামসীর অমরসিংহী গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে সমস্ত আয়োজন করা হয়। ভাগবত পাঠ করেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মংগরাজপুর, সবং থেকে আগত ভাগবত পাঠক (ক্যাসেট শিল্পী) সনাতন দাস অধিকারী। সামসী ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা এখানে এসে ভিড় করেন। আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা দেবাশিস মণ্ডল, পাণ্ডব দাস, পারুল মণ্ডলরা জানালেন,'ভক্তদের দানে এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। ৫০ হাজারের কাছাকাছি খরচ পড়েছে।'

রতুয়ায় শিবির

রতুয়া, ২৪ নভেম্বর : সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে ও রতুয়া নিউ চক্রের ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য শনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হল রতুয়া ১ ব্লকের জুনিয়ার বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে। বুধবার রতুয়া ১ ব্লকের অন্তর্গত প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠরত বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণের জন্য এই শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ২১৩ জন শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ১২৫ জন শিক্ষার্থীকে বাছাই করা হয়েছে। আগামীতে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে।

মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উদ্যোগী রাজ্য

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ● মালদা

২৪ নভেম্বর : মহিলাদের আত্মনির্ভরতা বাড়াতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পেও ব্যবহার করবে ইংরেজবাজার পুরসভা। দুই পুরসভার উদ্যোগে শহরের রামকৃষ্ণপল্লি ময়দানে আয়োজিত জেলা স্বয়ংসিদ্ধা প্রদর্শনী ও বিপণন মেলার উদ্বোধনে এই ঘোষণা করলেন ইংরেজবাজার পুরসভার প্রশাসক সুমালা আগরওয়ালা। তিনি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বশক্তিকরণের ওপর জোর দিচ্ছেন। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এখন মহিলারা অনেকটাই আত্মনির্ভর হয়েছেন। ইংরেজবাজার পুরসভায় ৭০টির ওপর মহিলা দল রয়েছে। প্রতিটি দলে ১১ জন রয়েছেন। আমরা তাঁদের আরও বেশি রোজগারের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। শীঘ্রই পুরসভা শহরের আবর্জনা রিসাইকেল করতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু করবে। শহরবাসীর সচেতনতা বাড়াতে আমরা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ব্যবহার করব। এছাড়াও তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপণনে সাহায্য করা হবে। ব্র্যান্ডেড কোম্পানির জিনিসকে যাতে তাঁদের তৈরি দ্রব্য পাল্লা দিতে পারে তা জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট বাড়ানো হবে।'

বুধবার থেকে মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লি ময়দানে শুরু হল পাঁচদিন ব্যাপী জেলা স্বয়ংসিদ্ধা প্রদর্শনী ও বিপণন মেলা। ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, দুই পুরসভার প্রশাসক সুমালা আগরওয়ালা ও বশিষ্ঠ ত্রিবেদী, জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) বৈভব চৌধুরী সহ দুই পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। মেলায় ৩৪টি স্টলে ইংরেজবাজারের ৫৪টি মহিলা দল ও পুরাতন মালদার ২০টি মহিলা দল তাঁদের তৈরি দ্রব্য প্রদর্শন করেন। হাতে তৈরি ব্যাগ, পুতুল, আচার, জেলি, বিভিন্ন ধরনের চিপস্, চপ, ঘুঘনি, এমনকি চা-কফির স্টলও রয়েছে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ছেলেদের রোজগারে সংসার চললেও পুরুষরা নিজেদের আয় অন্য কাজে লাগান। কিন্তু একজন মহিলা তাঁর রোজগারের ১০০ শতাংশ সংসারের কাজে লাগান। মহিলাদের একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁরা স্বামী-সন্তানের বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। নিজেদের খরচের জন্য তাঁদের পুরুষদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সমাজের এই মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। মহিলারা কেন কাজ করবেন না? মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের আত্মনির্ভরতার জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেও একজন মহিলা।

কাজ পাবেন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে

আমাদের মতো মহিলাদের নিজের পাশে রেখে রাজ্য চালাতে উৎসাহিত করে চলেছেন। ইংরেজবাজার পুরসভার দায়িত্ব এক মহিলার হাতে দেওয়া হয়েছে। পুরাতন মালদাতেও সহকারী প্রশাসকের দায়িত্বে মহিলাকে রাখা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করলে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। এই প্রদর্শনী ও বিপণন মেলার স্টলে খুব ভালো ভালো জিনিস আনা হয়েছে। এসব মহিলারাই তৈরি করেছেন। বিপণন সমস্যা এখন অনেক কমেছে। গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, তাঁরা অনলাইনেও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করছেন। এটা খুব ভালো বিষয়। এখন সবার কাছে মোবাইল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্কুল পড়ুয়াদের হাতেও মোবাইল তুলে দিয়েছেন। তাই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। এভাবেই মহিলারা এগিয়ে যাবেন। তাঁরা এগিয়ে গেলে এমন মেলা করাও সরকারের সার্থক হবে।'

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে ছোট্ট গোপালের মূর্তি দেখে আপ্লুত মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম।

জয়েন্ট বিডিওর পদ ছেড়ে শিক্ষকতায় আশিস নায়েক

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৪ নভেম্বর : জয়েন্ট বিডিওর পদ ছেড়ে এবার মানুষ গড়ার কারিগরের পথে আশিস নায়েক। আশিসবাবু বামনগোলার যুগ্ম বিডিও পদে ছিলেন।

কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত?

এবিষয়ে তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতার পেশা বেছে নেওয়ার ঘটনায় তাঁর সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অনেকেই।

আশিসবাবুর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গিয়েছে,বরাবরই প্রচারবিমুখ আশিস নায়েক। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আশিসবাবু। যদিও মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতা পছন্দের কথা অনেকবার তাঁর কথার ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। তাই সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে যোগদানের সুযোগ আসতেই যুগ্ম বিডিও পদের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। বেশ কয়েকমাস আগেই যুগ্ম বিডিও'র চাকরি ছেড়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পদে যোগদানের আবেদন করেছিলেন তিনি। গত ৯ নভেম্বর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষে সেই আবেদনের অনুমোদনের কথা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে সেই আবেদন সম্প্রতি অনুমোদন পেতেই মুখে হাসি ফুটেছে আশিসবাবুর।

> যুগ্ম বিডিওর মতো গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের পদ ছেড়ে শিক্ষকতার চাকরি করার সিদ্ধান্ত সত্যি অসাধারণ!
>
> কনককান্তি বাগচী অধ্যাপক

সহকর্মীদের অনেকেরই আশিসবাবুর বামনগোলা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে মন খারাপ। তাঁদের কথায়, আধিকারিক হয়েও নিজেকে কখনও যুগ্ম বিডিও হিসেবে দেখতেন না আশিসবাবু। সব কর্মীর সঙ্গে সহজ সরলভাবেই মেলামেশা করতেন। দায়বদ্ধতার সঙ্গে পালন করতেন সব দায়িত্ব।

এপ্রসঙ্গে বামনগোলার বাসিন্দা তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার অধ্যাপক কনককান্তি বাগচী বলেন,'যুগ্ম বিডিওর মতো গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের পদ ছেড়ে শিক্ষকতার চাকরি করার সিদ্ধান্ত সত্যি অসাধারণ! হয়তো এটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, শিক্ষকের হাত ধরেই তৈরি হয় অনেক যুগ্ম বিডিও, বিডিও বা জেলা শাসক। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাই। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আশিসবাবুর শিক্ষকতার নতুন জীবন সফল হোক,এই কামনা করি।'

মহড়ার ঘর আজ চালকদের বিশ্রামের জায়গা

ঋষি ঘোষ

মালদা, ২৪ নভেম্বর : মানিকচক স্ট্যান্ড লাগোয়া টালির চালের একটি মাঝারিমাপের ঘর। ইতিউতি টাঙানো কিছু লাল পতাকা। পিছনের নির্মীয়মাণ তিনতলার ছায়া ঢেকে রেখেছে এই আপাত সাধারণ চালাঘরটিকে। ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে এই ঘরটিই ছিল মালদা জেলার অন্যতম পুরোনো ডোমনি গানের দল 'মানিকচক লৌকিক সৃজনী ডোমনি দল'-এর মহড়া ও যোগাযোগের ঠিকানা।

এ ঘর এখন চালকদের বিশ্রামের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঘর সংলগ্ন সেলুনে অনেকেই নিয়মিত চুলদাড়ি কাটতে আসেন। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির পাঠ্যসূচিতে থেকেও ডোমনি গান আজ চূড়ান্ত অবহেলিত। টিমটিম করে টিকে রয়েছে মানিকচকের দুইবারের বিধায়ক ও মন্ত্রী সুবোধ চৌধুরীর তৈরি করা এই দলটি। তাঁর প্রিয় মানিকচক আর মনেও রাখেনি এই কিংবদন্তি জননেতা ও লোকসংস্কৃতিবিদকে।

এই দলের প্রবীণ সদস্য অজিত ঘোষ এখনও মনে করতে পারেন, মহড়া দেওয়ার পাশাপাশি শিল্পীদের ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নেওয়া, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য-সবটাই করা হত এই ঘর থেকে। অজিতবাবুর কথায়,'সুবোধবাবুর সময়ে সারা দেশ ঘুরে ডোমনির প্রোগ্রাম করেছি। সিকিমে লোকসংস্কৃতি উৎসবে গেয়েছি, আবার ১৯৯২-এ অযোধ্যায় গিয়ে প্রোগ্রাম করেছি। ২০০৭-০৮ সালে দিল্লিতে ভারত রঙ্গ মহোৎসবেও গিয়েছি। এগুলো হয়েছে সুবোধবাবুরই উদ্যোগে। সব আর মনেও নেই। ওরকম মানুষ আর হবে না।'

অজিতবাবু আর এখন ডোমনি গানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। কিন্তু তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,শ্যামল পাঠক বা শচীন মণ্ডলের মতো মানুষেরা এখনও এই গানের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। তবে ডোমনি গানের লেখক বা বাঁধনদার হিসাবে সুবোধ চৌধুরীর প্রতি তাঁর মুগ্ধতা অকুণ্ঠ। মানিকচক ঘাটে সুবোধ চৌধুরীর শেষকৃত্যের আগে তাঁর দেহ কিছু সময়ের জন্য নামানো হয়েছিল এই ঘরেরই সামনে। তাঁর লেখা ডোমনি গানেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ডোমনি শিল্পীরা-'কে ক্যর কহিব আপুন দিলকি বাত।'

লোকসংস্কৃতিবিদ এবং ইন্দো-বাংলা ফকির শাহ আবদুল করিম স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক রবীন দাস বলেন,'সুবোধ চৌধুরী লোকসংস্কৃতিবিদ হিসাবে কতোটা উঁচুদরের ছিলেন, সেটা বোঝা যায় এই থেকে-এত বছর পরও তাঁর ডোমনি বিষয়ক বইটি এবিষয়ে অনন্য। এছাড়া মানিকচক থেকে তাঁর উদ্যোগে সংগৃহীত কিছু গানের রেকর্ডিং ও তাঁর নির্বাচিত বক্তৃতাও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অধ্যাপক বলেন,'হয়তো রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা সুবোধ চৌধুরীকে নিয়ে ততটা উৎসাহী নন। আর বামপন্থী নেতা-কর্মীদের কতজন রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে তাঁর লোকসংস্কৃতিবিদ পরিচয়টা জানেন, তা নিয়েও ঘোর সন্দেহ আছে।'

মানিকচকের কিংবদন্তি এমএলএ সাব সুবোধ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন রবীন্দ্র পুরস্কারজয়ী লেখক অভিজিৎ সেন। ২০০৬ সালে প্রকাশিত মালদা জেলার বন্যাকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর স্বল্প আলোচিত উপন্যাস 'নিম্নগতির নদী'র প্রধান চরিত্র এই বর্ণময় বামপন্থী নেতা। ব্যক্তিগতভাবে সুবোধবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই বর্ষীয়ান লেখক জানান,'মানুষ তাঁকে কি অসম্ভব ভালোবাসতো, আমি নিজের চোখে তা দেখেছি। মানিকচক আর ডোমনির সঙ্গে সুবোধবাবুর আত্মিক যোগ ছিল। সেটা হারিয়ে যাওয়া দুঃখের।'

হারিয়ে যাচ্ছে ডোমনি গান

> মানুষ সুবোধ চৌধুরীকে অসম্ভব ভালোবাসত, আমি নিজের চোখে তা দেখেছি। মানিকচক আর ডোমনির সঙ্গে সুবোধবাবুর আত্মিক যোগ ছিল। সেটা হারিয়ে যাওয়া দুঃখের।
>
> অভিজিৎ সেন লেখক

দেহ উদ্ধার : দীপান্বিতা মহন্ত (১৫) নামে এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাটে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, তার বাড়ি বালুরঘাটের পাওয়ার হাউজ এলাকায়। বুধবার নিজের ঘরে ওই কিশোরীর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the Upa Prodhan-in Charge, Boroi Gram Panchayat bearing NIT No-03/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 22 Nos of Works, NIT No-04/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 12 Nos of Works, NIT No- 05/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 05 Nos of Works, NIT No-06/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 03 Nos of Works, NIT No-07/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 01 No of Work & NIT No-08/BGP-21, Dt-24.11.2021 for 02 Nos of Works out of CFC, PBG_SFC & PBG_IBRD Fund. Last date of Application on 09.12.2021 up to 4:00 PM. More details are available in Boroi Gram Panchayat Office within working day from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-
Upa-Prodhan-in Charge
Boroi Gram Panchayat
Harishchandrapur - I P. S, Malda